যুগান্তর

তারিখ 16 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ২

নাজিরপুরে সিডরে বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের নামে অর্থ আত্মসাৎ

নাজিরপুর প্রতিনিধি

নাজিরপুরে সিডরে বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের নামে ব্যাপক অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, পরিচালনা পরিষদের সভাপতি, শিক্ষা অফিসার ও এলজিইডি কর্তৃপক্ষ এ আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগে জানা গেছে। সিডরে বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৭টি আংশিক, ১৫টি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি প্রাথমিক ও রেজিস্টার্ড, ৩৭টি আংশিক, ১১টি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত কলেজে রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ কোটি ৩১ লাখ ৬০ হাজার এবং মাধ্যমিক ও কলেজের জন্য ৭৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু ১১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের কোন প্রকার ক্ষতি না হওয়া সত্ত্বেও ৩০ হাজার থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ দেয়া হয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে সিডরের আগেই সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। কোন প্রকার ক্ষতি না হওয়া সত্ত্বেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রহস্যজনক কারণে সিডরের নামে বরাদ্দকৃত অর্থ মেরামতের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সিডরে কোন ক্ষতি না হওয়ায় ক্ষতির মনগড়া করতে রাজমিস্ত্রিরা ভালো প্লাস্টার খুঁড়ে ফেলে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এছাড়া মেরামতকৃত এই সব প্রতিষ্ঠানে কোন কোনটিতে সিডরে উপড়ে পড়া বিদ্যালয়ের গাছ বিনামূল্যে ব্যবহার করে উচ্চদরে ক্রয়ের হিসাব দেখানো, উন্নতমানের পুরনো টিন আত্মসাৎ করে কর্দমাক্ত নতুন টিন ব্যবহার করে উন্নতমানের টিন ব্যবহারের ভাউচার দেখানোসহ নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবগুলোই প্রাথমিক বিদ্যালয়। হোগলাবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহসভাপতি মোঃ আক্রাম আলী এ প্রতিনিধিকে জানান, সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে নিম্নমানের ইট ব্যবহার করার প্রতিবাদ করেও কোন লাভ হয়নি।